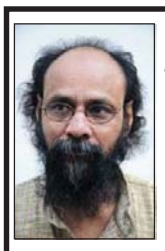

আনন্দ অঙ্গন পত্রিকার জন্য আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল।
— জয় গোস্বামী, ৪/৩/১৮

সাহিত্য, সংস্কৃতি ও শিল্পকলার ত্রৈমাসিক

আনন্দ অঙ্গন

রং তুলি দিয়ে সুরের ছড়া,স্পর্শ করে পৃথিবীর সব তারা। মনের অন্তরে বাজে নীরব গীত,প্রকৃতির মাঝে ছড়ায় একটি ছড়া।

বর্ষ-১২, সংখ্যা: ৩ | AANANDA AANGAN | জুলাই, ২০২৫

ভারতীয় চিত্রশিল্পী সুনয়নী দেবী

সুনয়নী দেবী (১৮ই জুন ১৮৭৫-২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬২) একজন খ্যাতিমান ভারতীয় বাঙালি চিত্রশিল্পী। সুনয়নী দেবী জন্ম গ্রহণ করেন কলকাতা তথা ভারতের সম্ভ্রান্ত ঠাকুর পরিবারে। তিনি স্বশিক্ষিত শিল্পী, কোন প্রথাগত প্রশিক্ষণ তিনি নেননি কারো থেকেই। বরং, তার শিল্পী ভাইদের যথা অবনীন্দ্রনাথ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ ও সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি ছবি আঁকা শুরু করেন ৩০ বছর বয়সে।

তার আঁকা কয়েকটি বিখ্যাত ছবি হলো 'মা যশোদা', 'নেপথ্যে', 'বাউল'। তার বিবাহ হয় রাজা রামমোহন রায়ের নাতি রজনীমোহন চট্টোপাধ্যায়র সঙ্গে মাত্র ১২ বছর বয়সে।

বেঙ্গল আর্ট স্কুলের একজন প্রকৃত আদিম শিল্পী হিসেবে পরিচিত, তিনি পট লোক চিত্রকলা শৈলী থেকে অনুপ্রেরণা নিয়েছিলেন যা ঠাকুর পরিবারের মহিলাদের কাছে পরিচিত ছিল, প্রায়শই তার কাজে ভারতীয় মহাকাব্য এবং পৌরাণিক কাহিনীর দৃশ্য চিত্রিত করতেন। তার উল্লেখযোগ্য কিছু কাজ হল সাধিকা, অর্ধনারীশ্বর, সতীর দেহত্যাগ, দুধের দাসী এবং যশোদা ও কৃষ্ণ। স্টেলা ক্রাম্রিশের মতে, তিনি ছিলেন ভারতের প্রথম আধুনিক চিত্রশিল্পী। ১৯২২ সালে কলকাতায় বাউহাউস শিল্পীদের প্রদর্শনীর অংশ হিসাবে তার কাজ প্রদর্শিত হয়েছিল। শুরু থেকেই, তার কাজগুলি মৌলিক এবং সাহসী। এগুলি প্রাচীন জৈন পাণ্ডুলিপি চিত্রগুলির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তিনি ধোয়ার কৌশলটি সম্পূর্ণরূপে প্রয়োগ করেছিলেন এবং পরে তার কাজগুলি গ্রামীণ মাটির পুতুলের মতো স্থানীয় চিত্রকল্পের প্রতিধ্বনি করেছিল যা অলঙ্কার হিসাবে ব্যবহৃত হত। তার কাজগুলি আদিম সরলতার আধুনিকতাবাদী সংলাপ এবং এর সাংস্কৃতিক পরিচয়ের সাথে জড়িত থাকার বৃহত্তর জাতীয় আলোচনার সংমিশ্রণ, এইভাবে একজন জাতীয়তাবাদী শিল্পী হিসেবে তার ভাবমূর্তি তৈরি করে। তার প্রতিকৃতির সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ তাকে একজন সরল চিত্রশিল্পী হিসেবে সম্বোধন করেছে, যিনি লোকজ বিষয়বস্তুকে আকর্ষণ এবং সংবেদনশীলতার সাথে ব্যবহার করেছেন।

পাখী হালদার, হালদার আর্ট স্কুল

সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদের শ্রাবণের শিল্পধারা

সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদ আয়োজিত শ্রাবণের শিল্পধারা আর্ট ওয়ার্কশপ ২৭ শে জুলাই ২০২৫ রানাঘাটের অবকাশ পার্কে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এই আর্ট ওয়ার্কশপে ৬০ জন আর্টিস্ট অর্থাৎ আর্টের শিক্ষক শিক্ষিকা অংশগ্রহণ করেছিলেন। একটা মনোরম পরিবেশে আর্টিস্টরা তাদের সেরা কাজটি উজাড় করে দিয়েছেন। সকলের মধ্যে ছিল দারুন উৎসাহ।

সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদের এটা একটা প্রথম পদক্ষেপ এবং তা সাফল্যের সঙ্গে সফলতা

লাভ করেছে। এর থেকে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা তথা সকলের এই রকম শৈল্পিক ভাবনাকে সঙ্গী করে পরবর্তী আরো অনেক কাজ করতে চায়। ফলে মুষ্টিমেয় শিল্পী নয়, ব্যাপকভাবে আরো নতুন নতুন শিল্পী সমন্বয়ে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলায় তারা এই ধরণের কর্মসূচী গ্রহণ করে এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চায়।

এই অনুষ্ঠানে সমগ্র শিল্পীদের জন্য সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদ ক্যানভাস, রঙ সহ আঁকার অন্যান্য সামগ্রী শিল্পীদের দেন। সেই সঙ্গে ব্রেকফার্স্ট, লাঞ্চ ও কফির ব্যবস্থা ছিল। সর্বপরি প্রত্যেক শিল্পীকে উত্তরীয়, মানপত্র ও মেমেন্টো দিয়ে সম্মানিত করা হয়। অনুষ্ঠানের শেষে সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষেদর সকল কর্মকর্তা উপস্থিত শিল্পীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটান।

কবি মিহির সরকারের স্মরণ সভা

যতীন্দ্রনাথ সরকার : প্রয়াত কবি এবং সহজ পত্রিকার সম্পাদক মিহির সরকারের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে মেলবন্ধন সাহিত্য পত্রিকার উদ্যোগে গত ১৯শে জুন২০২৫, বৃহস্পতিবার বিকেল পাঁচটায় বেহালার সখেরবাজারে সোনারতরী সভাঘরে এক স্মরণসভার আয়োজন করা হয়।

সভার শুরুতে মিহির সরকারের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।এরপর কবির প্রতিকৃতিতে সবাই পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন।এরপর সঞ্চালক ধ্রুবজ্যোতি মন্ডল বর্ষীয়ান কবি গৌরশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়,কবি কমল দে সিকদার এবং কবি সুবোধ সরকার - এই তিনজন যারা এই স্মরণসভায় উপস্থিত থাকতে পারেন নি এবং থাকতে না পারার কারণ জানিয়ে বার্তা পাঠিয়েছিলেন, সেই বার্তা পাঠ করে শোনান।

স্মরণ সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রয়াত কবির স্ত্রী শিখা সরকার, পুত্র রুদ্রনীল সরকার, পুত্রবধূ ঐশী দে,কনিষ্ঠ ভ্রাতা তিমির সরকার, কৃষ্ণা সরকার, ঝর্ণা সরকার, শিপ্রা গুহ রায়, কেয়া চক্রবর্তী,ভারতী মন্ডল, বিমান

গুহ ঠাকুরতা, রমেশ দাস,নিমাই মন্ডল এবং অগণন কবি যথা অধীর কৃষ্ণ মন্ডল,সমরেন্দ্র মন্ডল, সিদ্ধার্থ সিংহ, পিনাকী রায়, দুর্গাদাস মিদ্যা, বিশ্বজিৎ রায়, সুধাংশুরঞ্জন সাহা,প্রদীপ আচার্য, গণেশ ভট্টাচার্য,ধ্রুবজ্যোতি মন্ডল, হীরক মুখোপাধ্যায়,যতীন্দ্রনাথ সরকার, কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়, কাশীনাথ মন্ডল, সুব্রত চক্রবর্তী, শান্তনু সাহা, সুশান্ত প্রসন্ন টিকাদার এবং দিশা চট্টোপাধ্যায়।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুচারুভাবে পরিচালনা এবং সঞ্চালনা করেন মেলবন্ধন সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক ধ্রুবজ্যোতি মন্ডল।

প্রত্যেকের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে মিহির সরকারের চরিত্রের যে বিশেষ গুণ সবাইকে আপন করে নেওয়ার ক্ষমতা এবং অন্যান্য নিজের কাছের কবিদের তথা অখ্যাত কবিদের কবিতা উপযাচক হয়ে চেয়ে নিয়ে বিভিন্ন ম্যাগাজিনে ছাপানোর দায়িত্ব কিভাবে নিজের কাঁধে নিতেন তা সবাই বারবার বলেন। হৈ হৈ করে সবাইকে নিয়ে কখনো বাঁকুড়া, কখনো বহরমপুর বেরিয়ে পড়তেন কবিতা পড়তে কিন্তু সবার ভালো মন্দের খেয়াল রাখতেন। পিতৃহীন হওয়ার পর পরিবারের দায়িত্ব নিজে একার কাঁধে তুলে নিয়ে ভাই বোনেদের মানুষ করেছেন। সর্বত্রই তিনি অভিভাবকের ভূমিকায়।

প্রদীপ আচার্য এবং সুধাংশুরঞ্জন সাহা মিহির সরকারের সরকারের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সব কবিতাকে নিয়ে কবিতা সমগ্র বের করার এবং ওনার নামে একটা ফাউন্ডেশন গড়ার পরামর্শ দেন।

সমরেন্দ্র মন্ডল, বিশ্বজিৎ রায়, সিদ্ধার্থ সিংহ, পিনাকী রায়, গণেশ ভট্টাচার্য, দুর্গাদাস মিদ্যা,হীরক

এরপর ৩ পাতায়

চিত্ত যেথা ভয় শূন্য, উচ্চ যেথা শির

আনন্দ-অঙ্গন

সম্পাদকীয়

পৃথিবীতে প্রাকৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাঙা-গড়া উত্থান-পতন সব কিছুর মধ্যেই লুকিয়ে আছে শিল্প। পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু সমূহ সৃষ্টি, স্থিতি, অবস্থা ক্রমবিকাশের মধ্যেই লুকিয়ে আছে শিল্প। পৃথিবীর যাবতীয় জাগতিক গুণ, মানবিক আবেদন আর জীবনজগতের আচরণের মধ্যে লুকিয়ে আছে শিল্প। আর সেইসব ঘটনাবলী চিত্রিত করে ধরে রাখার জন্য ছবি আঁকার প্রয়োজন। বিভিন্ন সময়ে ছবি বিভিন্ন কালের ছবি বিভিন্ন কালের যুগের দর্পণ।

ছবির মধ্য দিয়ে মানুষের জীবনের বিভিন্ন দিকের প্রতি আলো ফেলা যায়। চিত্রপটে যুগে যুগে এলো আদিম শিকারি জীবন, কৃষিকাজের যুগ, রাজা-বাদশা জীবন। প্রাধান্য পেল কখনো কখনো নর্তকী দেবদাসী। আধুনিক যুগে এল দরিদ্র মানুষের কথা, আনন্দের কথা, সংগ্রামের কথা, লড়াইয়ের কথা, ছবিতে স্থান মহাযুদ্ধের বিষয় আর যন্ত্রসভ্যতার কথা। শিল্পের গুণ ও গুরুত্ব ফুটে উঠলো তখনই যখন শিল্প মানুষের জীবনের দিককে তুলে ধরলো।

আনন্দ অঙ্গন পত্রিকা একটু একটু করে ১২ থেকে ১৩'র দিকে এগিয়ে চলেছে , এবং এ সবই সম্ভব হয়েছে আমাদের সর্বজন প্রিয় লেখক, লেখিকা ও গুনমুগ্ধ পাঠক কূলের ঐকান্তিক সহযোগিতায়।

বর্তমানে অধিকাংশ লিটিল ম্যাগাজিন মূল্য বৃদ্ধির জন্য অনলাইন প্রকাশ করতে বাধ্য হচ্ছে। আমরাও তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি বছরে চারটি সংখ্যার মধ্যে দুটি সংখ্যা অনলাইন এবং দুটি সংখ্যা প্রিন্ট আকারে প্রকাশিত হবে।

আগামী সংখ্যা পূজা সংখ্যা হিসাবে প্রিন্ট আকারে প্রকাশিত হবে। প্রত্যেক লেখক, লেখিকা খুবই ছোট আকারে কবিতা,ছড়া, প্রবন্ধ, অনুগল্প এবং শিল্পকলার উপর লেখা পাঠাবেন।

আগামী শারদ উৎসবের দিনগুলি সকলের ভালো কাটুক।

আমরা শঙ্খ ঘোষ পড়ি না

সুশীল মণ্ডল

পাখির শরীরে অশনি সংকেত ছোপ ছোপ হয়ে বসে আছে
আমরা দেখার চেষ্টা করি না।
আমরা কবিতা নিয়ে পাগল হতে হতে
নন্দন চত্বরে ঘুরে মরি।

আমাদের ভাবার সময় নেই
এক ধরনের অবক্ষয় সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে,
এটা নিয়ে চায়ের কাপে তুফান তুলে কিছুটা সময় খরচ করা উচিত।
আমাদের নড়বড়ে পারিবারিক বন্ধনে আমরা আর শঙ্খ ঘোষ পড়িনা,
মিত্রমশাইকে খুঁজি না
প্রেমের প্রেমসিক্ত আতরে শক্তির বাঘকে ঘুরতে দিইনা।
পাগলী তোমার জন্য পড়তে পড়তে
প্রেমটাকে চটকে দিচ্ছি দুবেলা।
ঠিক মত পাগল আমরা হতেই পারলাম না

আমি আর আমার পরাধীন আকাশ

সুচরিতা চক্রবর্তী

খুব বেশি পেট ভরে গেলে মাথা আর নামে না পায়ের কাছে
চিৎ হয়ে আকাশ পাতাল ভাবি আদি নৃত্য দেখতে দেখতে।
কতিপয় মানব-মানবী চুলোয় যাক প্রগাঢ় চুম্বন
হৃৎপিণ্ড মুক্তির ঝড়ে মুকুল সৌরভ দগ্ধ নীলমণি ফুল।
ক্রমশ উড়ে আসে আলো - অন্ধকারের সেই স্বপ্ন যেটা খালিপেট দেখেছিলো।
যারা যারা বলেছিল মরুভূমি আর হিজলের বনে কবিতা উড়ে আসে
শুকতারা ওঠে সিন্ধুপারে, তারা তারা মগজের পোকা উচ্ছন্ন গামী প্রলয়ের ঘুর্ণিঝড় মাত্র।
শিকড়ের কাছে মুখ ঘষতে থাকা আমি আজীবন আধভাঙ্গা চাঁদ দেখে গেলাম পরাধীন আকাশে।

আমি ও সময়

অরুণ কুমার চক্রবর্তী

প্রফেসর মিচিও কাকু মনে করেন, একটি গাছের চেতনা হতে পারে প্রায় ১০ ইউনিট। সে সূর্যালোক, জল, তাপমাত্রা বিশ্লেষণ করে এটাই গাছের চেতনা। এরপর ধরা যাক, একটি অ্যালিগেটর। অ্যালিগেটরের চেতনা হতে পারে কয়েক শত ইউনিট, কারণ ওকে শিকার খুঁজে বের করতে হয়, বাস্তবতার একটি ত্রিমাত্রিক (থ্রি-ডি) ধারণা রাখতে হয়। আর মস্তিষ্কের পেছনের দিকেই থাকে সেই রেপটিলিয়ান (সরীসৃপ) মস্তিষ্ক।

আমরা যখন রেপটিলিয়ান মস্তিষ্ক থেকে বিবর্তিত হলাম, তখন মস্তিষ্ক সামনে বাড়ল এবং তৈরি হলো বানরের মস্তিষ্ক। বানরের মস্তিষ্ক হলো সামাজিক নেটওয়ার্কের মস্তিষ্ক মানে, কে বন্ধু? কে শত্রু? কে মিত্র? এই জিনিসগুলো বোঝে সেই অংশটাই হলো বানরের মস্তিষ্ক, যা মস্তিষ্কের মাঝখানে অবস্থিত।

এখন বড় প্রশ্ন হচ্ছে এই চেতনার স্কেলে, আমরা কোথায়? শুরু করছি একটা থার্মোস্ট্যাট থেকে, তারপর গাছ, তারপর অ্যালিগেটর, তারপর বানর আর আমরা কোথায় আছি এই স্কেলটিতে?

প্রফেসর কাকু বলছেন , আমাদের চেতনার মূল উৎস হলো প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্স। আমরা ভাবি, "আমি আগামীকাল কী করব?", "আমি এখানে কী করছি?"আমরা ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবি। প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্স, মানে মস্তিষ্কের সামনে থাকা কঠিন অংশটাই হলো মানবিক মস্তিষ্ক এটাই ভবিষ্যৎকে দেখতে পায়।

এখন চল একটা পরীক্ষা করা যাক। তুমি তোমার কুকুরের সঙ্গে কথা বলো, আর তাকে "আগামীকাল" শব্দটার মানে শেখাতে চেষ্টা করো।

ঠিক আছে?

তুমি পারবে না।

তুমি কোনো প্রাণীকেই "আগামীকাল" বোঝাতে পারবে না।

অন্যদিকে, আমরা ভবিষ্যতে বাঁচি। আমরা ক্রমাগত ভাবি ''আজ কী করব?'', "আগামীকাল কী করব?", "আজ এখানে আমি আসলে করছিটা কী?"এই হলো আমাদের সচেতন চিন্তাভাবনার জগৎ।

এটাই মানব চেতনা, যা আমাদের প্রাণীজ চেতনা থেকে আলাদা করে। প্রাণীরা স্থান (space) সম্পর্কে চিন্তা করে। আর আমাদের মস্তিষ্ক সময় (time) নিয়ে চিন্তা করে। আমাদের মস্তিষ্ক একপ্রকার টাইম মেশিন।

Acknowledgement-Topgearspace

**মিচিও কাকু (জাপানি: জন্ম: ২৪ জানুয়ারি, ১৯৪৭) একজন মার্কিন পদার্থবিজ্ঞানী, বিজ্ঞান প্রচারক, ভবিষ্যৎ বিশ্লেষক (futurologist), এবং জনপ্রিয় বিজ্ঞান লেখক। তিনি নিউ ইয়র্ক সিটির সিটি কলেজ এবং CUNY গ্র্যাজুয়েট সেন্টারে তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত।

কাকু পদার্থবিজ্ঞান এবং সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে বেশ কয়েকটি জনপ্রিয় বই লিখেছেন এবং নিয়মিতভাবে রেডিও, টেলিভিশন ও চলচ্চিত্রে উপস্থিত হয়ে বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করে থাকেন।

মেঘলা সারাদিন

পার্বতী ভট্টাচার্য

আকাশের মুখ গোমড়া,
মেঘলা সারাদিন,
মাঝে মাঝে অশ্রু জল
ঝরছে রিন ঝিন।
সূয্যি টা করছে শাসন,
পাতবে সে কোথায় আসন!
ভিজে বাতাস মত্ত পাগল
বাজায় প্রেমের বীণ,
মেঘলা সারাদিন।
আকাশে ঐ যে বাজে
কে বাজায় মেঘ ডম্বুর!
গাছে গাছে নটরাজের নাচন,
মাঠ ঘাট টই টম্বুর।
কালো মেঘে বিজলী হাসে
যেন রাই - কিশোর অভিসারে আসে,
যুগল চরণে বাজে নুপূর
রিনি ঝিনি ঝিন।
মেঘলা সারাদিন।।

রূপসী বাংলা

ভবতোষ গায়েন

একখানি লেখা
আর তার মাঝে যদি থাকে
একটি দোয়েলের শিস্
অনেকগুলি রঙ নিয়ে
ভোরের ঝোপে,
যদি সবাই মুখ ঘুরিয়ে নেয়,
নদী হারিয়ে যায় ঘোলা জলে,
পাঁকে;
আমার বলতে ইচ্ছে করে
একখানি সুন্দর কবিতা
উপহার দিলাম তাকে;
হিমের শীতল রেণু
রবে অপেক্ষায়
পথ চেয়ে বসে এই
রূপসী বাংলায়।

আমার কবিতা

দীনবন্ধু দাস

আমার কবিতা উদাস দুপুরের গল্প
উৎসবের রাতে শরৎ আকাশের
পথ শিশুর হাসি...।

আমার কবিতা স্বপ্নে দেখা কাব্যলক্ষী
অলস দুপুরের গল্প বলা ঠাকুমার ঝুলি
আমার কবিতা না বলা ভাষা,
প্রতিবাদের এক শব্দতরঙ্গ...।

আমার কবিতা কোন এক গাঁয়ের বধূর অজানা
জীবনের করুন কোন গল্প গাঁথা,
জীবনে বাঁচার লড়াই লড়তে লড়তে
শরৎচন্দ্রের কোন উপন্যাসের চরিত্র হয়ে ওঠা।

আমার কবিতার পরের স্তবক—
কবির ভাষায় 'শুন্য এ বুকে পাখি মোর
আয় ফিরে আয়'...
আমার কবিতার এ এক করুণ যবনিকা।

সহজিয়া

লোপামুদ্রা কুন্ডু

পৃথিবীর সব আনন্দ ঝুঁকে পড়ে আমাদের মুখে
বুকে অজস্র জাহাজী নোঙর নিয়ে
ঢেউ ভেঙে এগোয় দিবাকর

মাছেরা ধুতে ধুতে কোমল ধরিত্রীর
দিকে ভ্রূ তুলে বলে
জ্যামিতিক চাঁদের মত সেও স্বার্থপর

আরেকটু কোলের দিকে এগিয়ে গেলে
রাশি রাশি তার জল খেলে
উঠে আসে দরদিয়া

সে পালক পতিতপাবন
আমার বিমূর্ত সহজিয়া

ছুটির দিনে

গৌতম সরকার

ছোটরা সব দল বেঁধেছে
খেলবে মাঠে আজ।
ছুটির দিনে নেইকো পড়া ,
নেইকো কোনো কাজ।।

খোলা মাঠেই সকাল থেকে
করবে ছুটোছুটি।
আনন্দেতে অসীম খুশি
চায় যে নিতে লুটি।।

পড়াশোনার মাঝে মাঝেই
এমন ছুটি পেলে।
খেলায় মাতে সবাই ওরা
সবকিছুটি ফেলে।।

কেউ আনছে ঘুড়ি লাটাই ,
কেউ নিয়েছে বল।
কেউ আনছে সঙ্গে করে
আরো ছেলের দল।।

হইচইতে আনন্দটা
উঠছে ফুটে আজ।
খেলবে বলে আসছে চলে
সহজ করে সাজ।।

ছুটির দিনে মজায় ওরা
খেলতে শুধু চায়।
ওদের পেয়ে মাঠটা যেন ,
জীবন ফিরে পায়।।

একজন ছাত্রের শুধু পাঠ্যপুস্তক পড়ে শিক্ষিত হওয়াই যথেষ্ট নয়, তার সঙ্গে সামাজিক দায়বদ্ধতার পাশাপাশি শিল্পকলা এবং বাস্তবমুখী শিক্ষার জ্ঞান থাকাও আবশ্যক।

বিদ্রোহের জ্যোতি: নজরুল

ড. ফাল্গুনী পাল

'আমি বিদ্রোহী !'এই উচ্চারণে কাঁপে আকাশ-পাতাল,
তোমার কবিতায় উঠে আসে শৃঙ্খলভাঙা কাল।

শোষণের মুখে ছিলে তুমি বজ্রের প্রতিবাদ,
দারিদ্র্যের কাঁধে রেখেছিলে সাহসের উন্মাদ।

ধর্মের নামে বিভাজন যেখানে, তুমি সেখানে সেতু,
ভালোবাসার সমুদ্র বয়ে আনো, মুছে দাও সব ক্ষত।
হিন্দু-মুসলমান সবাই তোমার কাছে সমান,
মানুষই ছিলো তোমার মন্দির, ভালোবাসা তোমার জ্ঞান।

কখনো প্রেমিক, কখনো বাউল, কখনো যোদ্ধার রূপ,
তোমার ছন্দে বাজে আজও অবহেলিতের কণ্ঠরূপ।
নজরুল, তুমি শুধু কবি নও তুমি এক দীপ্ত ভাষা,
যার বুকে লেখা থাকে স্বাধীনতার আশা।

নম্র শ্রদ্ধা আজ তোমায়, বিদ্রোহী কবি মহান,
তোমার মতো আলোতে জ্বলে প্রতিটি প্রাণ।

ধর্ম নয়, জাত নয় মানুষ ছিলো ধ্যান,
সাম্যের মন্ত্রে জাগিয়ে তুলেছো গোটা জগৎজ্ঞান।

ছন্দ-শব্দে জাগিয়েছো শত সহস্র প্রাণ,

তুমি আলোর দূত, তুমি ভালোবাসার গান।
স্মৃতির মন্দিরে আজও জ্বলে তোমার নামের শিখা,
নজরুল, তুমি যুগে যুগে হবেই জাতির দিশারেখা।

স্মৃতির আঙিনায়

মনিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

জীবন সন্ধ্যার প্রাঙ্গনে
জড়ো হলো অবশেষে
মোবাইলের দৌলতে, ওয়াটস্যাপ এর আঙিনায়।

বার্ধকের বহুরূপী চেহারা নিয়ে
ক্লান্তশ্রান্ত যৌবন হারানো অলস কিছু বৃদ্ধ যুবক,
নতুন রূপে ফিরে পেতে চায় তাঁর ৪৫ বছর আগে ফেলে আসা সুখের দিনক্ষণ।

হারিয়ে যাওয়া দিনের স্মৃতি
মুছেও তো মুছে যায়নি হৃদয় থেকে,
মধ্যে মধ্যে উঁকি দেওয়া হারানো স্মৃতির লহমা,
উড়ে চলে আসে কোন দূর দিগন্ত থেকে
অবাধ্য সেই দুষ্টু ছেলেটার মতো।

সুপ্ত না বুঝে যাওয়া আগুনের স্ফুলিঙ্গ,
পাখা মেলে উড়ে যেতে চায়,
ফিরে পেতে চায় সেই পুরোনো ব্যাথার সঠিক মলম।

আবার ফিরে পেল,
স্মৃতির বেড়াজালে আটকে থাকা,
বাস্তবের চক্রব্যুহ্যে জর্জরিত শুকিয়ে যাওয়া মনগুলো,হয়
তাদের আকাঙ্খিত আদরের হারিয়ে যাওয়া সেই অতি পরিচিত মুখগুলো

শব্দহীন হলে

শমী তরফদার

কখনও কখনও মুখে ভাষা থাকেনা
মন তখনও কথা বলে চলে।
অথচ মন শব্দহীন হলে,শোনা যেত
বাতাসের অবিরাম বয়ে যাওয়ার,
বহু গতির শব্দ।
বৃষ্টির দোদুল্যমান ছন্দের লাবণ্য
চোখে ভাসত।
অথবা ছন্দপতন কানে আসত।
মন নিশ্চুপ হলে -
নক্ষত্রের হাসি ঝরত পৃথিবীতে।
নদী যেতে যেতে বয়ে চলার যে
গল্প বলে, শোনা যেত তাও।
ফুল ফোটার সময় হলে
জানিয়ে যেত আধ ফোটা কুঁড়ি।
মন শব্দহীন হলে, তোমার অস্ফুট
মনের কথা শুনে নিত ঠিক।

সংস্কার-কুয়াশা

মোনালিসা রেহমান

কুমারী নদীকে খরস্রোতে পাই; অনন্য এক পুরুষের স্পর্শ, গন্ধ, বাহুর প্রবল আকর্ষণ। দু'পাড় ভেঙে ছুটে চলেযাই; কুল ভেঙে ধর্ম,শিক্ষা, লোকলজ্জা দু'পাড়ে ভেঙে ভেঙে পড়ে।
আমি তো আমার মতো চলি
যা ভালো লাগে তাই ! নিয়তির চেয়ে কঠোর কিছু যে আর নেই ; যত শোক যত সন্তাপ কুড়িয়ে নিই--আঁচলে।
মায়ার বাঁধনে খুঁজি জন্মান্তর

তাবাকোশি

অমিত কাশ্যপ

ম্যাপ পয়েন্টিং-এ তখন এটা
আসেনি
ট্যুর কোম্পানি খুঁজে খুঁজে অফবিট
জায়গা আনন্দে নিয়ে এসেছে
থাক থাক সবুজ আর নিরিবিলি
অপরূপ সবুজ যত্ন নিয়ে দেখি

যত্ন নিয়ে কতরাত মুগ্ধতায়
কেটেছে
তুমি পাশ ফিরে শুয়ে আছ,
জ্যোৎস্নাও পাশ ফিরে শুয়ে আছে
অগোছালো হয়ে, তীব্র ঘুমে যেমন
গ্রহণ লাগে
এক ঘোরের মতো শেষ লগ্নে ঘুমে
জড়াই
ঠিক সবুজ সকালে এক, বিকেলে
মহিনী রূপ
তাবাকোশি ছিঁড়ে দিল সমস্ত চেনা
ভ্রমণ
নাস্তার সঙ্গে দার্জিলিং টি জুড়ে
আছে
দড়ির সেতু যেমন ছুঁয়ে থাকে ভোর
হিরণ মিত্রর ব্রাশ বলে দিতে পারে
রঙের ফের
আমরা এখন মনস্ট্রির মন্ত্র শুনে লীন
হব

অপরাধীদের শিল্পচর্চা-১

রতনদের আঁকা ল্যান্ডস্কেপ দেখে কে বলবে ওরা খুনী ?

নিখিলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

জজ সাহেবকে যদি খুলে সব বলতাম, তবে আমাদের সাজা হয়ত অনেক, কম হত আজ দশ বছর জেল খাটছি। তাকেই যখন বলিনি, তখন আপনাকে বলব কেন ?

ও প্রসঙ্গে আর কথা তুলিনি। ঘরের আবহাওয়া সহজ করার জন্য ওকে অন্য কথায় চলে যাই জিগ্যেস করলাম, বাঘ দেখেছেন ও বলল জ্যান্ত বাঘ দেখিনি। মরা দেখেছি। তবে হরিণ দেখেছি। অনেকবার।'

আপনার অন্যান্য ভাইরা কী করে? এখনও কুমীরমারিতেই আছে তো ?

'আমরা চার ভাই জেলে রয়েছি।'

—অপরাধ :

—বাবাকে খুন।

চমকে উঠলাম। আমার কথা হারিয়ে গেল।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ও এলোমেলো কথা বলল অনেক। কিছুদিন থেকেই অশান্তি চলছিল বাড়িতে। মার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছিল বাবার ব্যাপার-স্যাপারে। আমরা ভাইয়েরা সব আলাদা হয়ে গেলাম। একদিন বাড়ির ঝিয়ের ছেলেটা দেখি আমার বাবাকে বাবা বলছে। এ অসহ্য ! সেদিন সন্ধ্যেবেলায়ই ঘটনাটা ঘটল। না বাবার লাশ আর পাওয়া যায়নি। বারোদিনের দিন আমার খুড়তুতো ভাই গলায় দড়ি দিল। পঞ্চায়েত প্রধান পুলিশে খবর দিল। আঠারো দিনের দিন পুলিশ এল। কোর্ট কাছারি অনেক হল।

'বউ মেয়ে দুটোকে নিয়ে এখন বাপের বাড়িতে থাকে। মাঝে মাঝে বড় মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে দেখা করতে আসত। এখন মেয়ে বড় হয়েছে। ওকে আসতে মানা করেছি। এমনি নানা কথার মধ্যে দিয়ে ওদের সংসারের ভাঙা গড়ার চেহারাটা ফুটে উঠছিল। জীবন কি সেই সুখী সংসার -জীবনের স্বামী-স্ত্রীর ছবিটাকে আজও মনে মনে খুঁজে চলেছে ?

কালীভক্ত রামপিয়ারী

রামপিয়ারী ছবি আঁকে না কিন্তু ছবি ভালবাসে। ছবির সামনে বসে থাকে। ফুল ভালবাসে। ওর বোবা দৃষ্টি মাঝে মাঝে কালীর ছবির সামনে স্থির হয়ে থাকে ঘন্টার পর ঘণ্টা।

রামপিয়ারীকে ওর অপরাধ নিয়ে প্রশ্ন করলে ভীষণ বিরক্ত হয়। সহজে উত্তর দেয় না। বহু প্রশ্নের পর একদিন মুখ খুলেছিল। ভাঙা ডাঙা হিন্দিতে ও যা বলেছিল তা এই রকম 'আমি ট্যাক্সি চালাতাম। বছর তিনেক আগে হাওড়া স্টেশনে ট্যাক্সি নিয়ে দাড়িয়ে আছি। তখন প্রায় দশটা। এক ভদ্রলোক স্টেশনের ভেতর থেকে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে এলেন। হাতে একটা ভি আই পি সুটকেশ। বেশ ভারী। লোকের বয়স বছর পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন হবে। আমাকে জিগ্যেস করলেন -ট্যাক্সি যাবে ?'

—'কোথায় '

ভদ্রলোক কসবার একটা জায়গার নাম করলেন।

বললাম-'যাব, কিন্তু মিটারে যা উঠবে তার থেকে দশ টাকা বেশি দিতে হবে। এলাকা ভাল নয়। ফেরার ভাড়াও মিলবে না।

'দু-এক সেকেন্ড ভদ্রলোক কী ভাবলেন। তারপর উঠে পড়লেন পেছনের শিটে। আমি ওঁর হাত থেকে সুটকেশটা নিয়ে পেছনের কেরিয়ারে রাখতে চাইলাম। ভদ্রলোক বললেন না ওটা আমার কাছেই থাক।

বিবেকানন্দ স্মরণে

রঞ্জনা মন্ডল

জ্ঞানের দীপ্ত প্রদীপ জ্বেলে
এসেছিলে অন্ধকার ঘরে,
স্বার্থহীন ভালোবাসার ফুল
ছড়ালে ,ভরালে ধরণীর বুক।

ক্ষমার তৃপ্তি চোখের তারায়
উচ্চ নীচ নেই ভেদাভেদ সেথায়,
কর্ম জয়ের অমৃত পানে হয়েছ অমর বীর
মুক্তির বাণী ঝরেছে বজ্রকণ্ঠে তোমার।

দান, সেবা, উদারতার উন্মুক্ত দ্বারে
নির্বিবাদে পেয়েছে ঠাঁই অন্ধ আতুড় সবে।
নবজাগরণের ঢেউয়ে ভাসালে তরুণের বুক,
সংযমে মিশে গেল বেদ-বেদান্ত পুরাণ সুখ।

পৃথিবীর আদি ঈশ্বর

বাপন হাজরা

নীল জীবনে নেমেছে তার নীল ছায়া
অসীম আকাশে প্রসারিত ধূসর মায়া
মেঘের আবির পেট ফুঁড়ে সাদা আলো
মাটির নরম হৃদয় ছুঁয়ে বেসেছিল ভালো।

ফুলের কুঁড়ি মেখে নেয় পৃথিবীর সব গন্ধ,
মানুষের ভিতর গাঢ় শূণ্যতার নেই কোনো বর্ণ
মানুষের জীবন আজ এক বিস্ময়কর ধোঁকা।
গভীর খাদের নীচে সঞ্চিত ভালোবাসার ফসিল
পাথর শরীর নুইয়ে ছুঁয়ে দেয় পৃথিবীর আদি ঈশ্বর।

কবি মিহির সরকার

১ পাতার পর

মুখোপাধ্যায়, ধ্রুবজ্যোতি মন্ডল প্রমুখ অতীতে আমাদের সর্বজন শ্রদ্ধেয় কবি ও প্রাবন্ধিক এবং আবর্ত পত্রিকার সম্পাদক অর্ধেন্দু চক্রবর্তীর ছত্রছায়ায় কিভাবে আমাদের সকলের একসঙ্গে পথচলা,সহজ পত্রিকার জন্ম - এ বিষয়ে আলোকপাত করেন। মিহির সরকারের এত তাড়াতাড়ি এইভাবে চলে যাওয়া কেউ মেনে নিতে পারেননি। তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে বেঁচে থাকবেন চিরদিন। আমরা মিহির সরকারকে কোনদিন ভুলে যাবো না।

পরিবারের তরফে স্ত্রী,পুত্র, পুত্রবধূ এবং ছোটভাই বক্তব্য রাখেন।

১৯৯০ সালে কবিতার বই " মুখোশের লাগলো টান " প্রকাশিত হয়। ১৯৯১ সালে "সহজ" প্রকাশ পায়। কবি যতীন্দ্রনাথ সরকার প্রকাশনার দায়িত্ব সামলেছেন।

উপস্থিত সকলকে কবি মিহির সরকারের তিনটি করে বই এবং মিষ্টির প্যাকেট উপহার দেওয়া হয়।

সুন্দরবনে সূর্যোদয়

মহাদেব গুড়িয়া

সুন্দরবন, এ তো শুধু বন নয়,
সবচেয়ে বড় ব-দ্বীপে রয়েছে শতাধিক লোকালয়। লড়াকু মানুষ এখানে লড়াই করে চলে অনিবার
তাইতো পেয়েছে জল-জঙ্গল-আবাদের অধিকার।

লড়াই চলেছে জলে কুমীরের সাথে
ডাঙায় লড়াই বাঘের সঙ্গে চলেছে তা দিনে রাতে সাপের কামড়ে এত প্রাণ যায় হিসাব রাখেনা কেউ কোটালে কোটালে ফুঁসে ওঠে নদী, আসে বাঁধভাঙা ঢেউ।

সাইক্লোন কাড়ে মাথা গোঁজবার ঠাঁই
বন্যার সাথে মহামারি আসে যেন সহোদর ভাই। অনাহারে রাত কেটে যায় খোলা আকাশের নীচে। দিন কাটে শুধু সারিতে দাঁড়িয়ে ত্রাণের গাড়ীর পিছে।

শুধু পশু আর প্রকৃতি শত্রু নয়।
তার সাথে স্বদেশী বিদেশী জলদস্যুর ভয়।
সারাটা বছর দ্বীপবাসীদের ভয়ে ভয়ে দিন গোনা তবুও লড়াকু মানুষ এখানে নোনাতে ফলায় সোনা।

কেউ ধাওয়া করে গেঁয়ো গরানের বনে।
কাঠ কাটে আর মৌচাক ভাঙে জীবিকার প্রয়োজনে। মীন ধরে কেউ পেটের তাগিদে মাছের নেশায় মাতে মাঝ দরিয়ায় ট্রলার ভাসায় প্রাণটুকু নিয়ে হাতে।

সুন্দরবনে রয়েছে বিধবা পাড়া
তাদের বিধবা মানুষখেকোর শিকার হয়েছে যারা। চিরবঞ্চিত শ্রমজীবী যত দ্বীপবাসী জনগণ নরখাদকের চেয়ে ভয় পায় সুদখোর মহাজন।

তার ওপর আছে কায়েমী স্বার্থবাজ
মানুষের মনে হিংসার বীজ বোনাই যাদের বাজ। অতি অকপট সহজ সরল দ্বীপবাসীদের মাঝে মুখোসধারীরা মিশে গেছে আজ জনসেবকের সাজে।

তাই মঞ্চে মাঝে মাঝে শান্ত দ্বীপের"পরে
ভয়ে ভয়ে লুঠ, গৃহদাহ আর খুন খারাপিও করে। সন্তানহারা স্বামীহারাদের কান্নার রোল ওঠে পর্দার পিছে মূল বাজিকর আসল ফয়দা লোটে।

সেইদিন আর নয় খুব বেশী দূরে
যেদিন মানুষ রাহুমুক্তির গান গাবে একই সুরে।
বাঘ কুমীরের সাথে যারা লড়ে তারা দুর্বল নয় আঁধিয়ার দ্বীপ তারাই ঘটাবে নতুন সূর্যোদয়।

দিবিয়া চৌরাশিয়া, অর্পিতা ড্রয়িং স্কুল

সুন্দরবনের গ্রামীণ নাট্য মেলা

ফুলমালঞ্চ কথা নাট্য সংস্থা দীর্ঘ দিন ধরে নিয়মিত ভাবে নাট্য চর্চা করছে সুন্দরবনের দ্বীপে দ্বীপে। মাঝে মধ্যে কলকাতাতে নাট্য উৎসবের আয়োজন করে। গত ২৪ ও ২৫ শে মে বেতবেড়িয়ার বিদ্যাধরি পল্লী তে দুদিন ব্যাপী আয়োজন হয়ে গেল সুন্দরবন গ্রামীণ নাট্য মেলা"। এবারের নাট্য মেলায় ৬ টি নাট্য দল অংশগ্রহণ করে। গোলপাতা অফ মরিচঝাঁপি নাটক উগ্রবীর্য রচনা ও নির্দেশনা সীতাংশু মন্ডল। বেতবেড়িয়ার সু-বিমলা ছন্দায়তন এর নাটক ভুল রচনা ও নির্দেশনা রজনী ঘরামী। সুন্দরবন পাপেট থিয়েটারের পুতুল নাটক বাউল কাহিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নির্দেশনা গোবিন্দ মন্ডল। বোলপুর ইলোরার নাটক হৃদয়পুর কত দূর রচনা ও নির্দেশনা মলয় ঘোষ এবং ফুলমালঞ্চ কথা নাট্য সংস্থার নাটক সুন্দরবনের গপ্পো রচনা মলয় ঘোষ নির্দেশনা গনপতি নস্কর। নাট্য মেলার উদ্বোধক ছিলেন সাংবাদিক সাজাহান সিরাজ ও হিমাদ্রিশেখর মণ্ডল। নাট্যকার পরিচালক অভিনেতা মলয় ঘোষ কে

কথা নাট্য সংস্থা ও সু-বিমলা ছন্দায়তন এর পক্ষ থেকে পরিবার সম্মাননা প্রদান করা হয়। দর্শকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। দর্শকদের থেকে জোরালো দাবি ওঠে প্রতি বছর এই রকম নাট্য মেলা এখানে করতে হবে। আয়োজক সংস্থার পক্ষে পুষ্পান্ন নস্কর বলেন আমরা দর্শক বন্ধুদের কে আশ্বস্ত করলাম আমাদের আগামী ২ দিনের নাট্য মেলার এক দিন এখানে হবে। আর এক দিন সুন্দরবনের কোন এক দ্বীপে।

অঙ্কুশ রায়, অঙ্কনালয় আর্ট সেন্টার

সানায়া নায়েক, অর্পিতা ড্রয়িং স্কুল

মেঘনা মন্ডল, মৌটুসী স্কুল অব ড্রয়িং অ্যান্ড কালচার

সৌনক সরকার, ব্যাঙ্গালোর, কর্ণাটক

শিবা সর্দ্দার, মহেশপুর রাখালচন্দ্র সেবাশ্রম

উত্তরা চট্টোপাধ্যায়, রং তুলি আর্ট অ্যান্ড কালচার

সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদ

ঘোলা, সোদপুর, কলকাতা-৭০০ ১১১
যোগাযোগ ঃ 8617847889/9382831611/ 9874566708/8910739009
Email : shilpakalaparishad@gmail.com
Whatsapp: 8617847889/9874566708

ব্রাঞ্চ অফিস ঃ এন. পি. এ-৩৫৫, নজরুল পল্লী, ইলেকট্রনিক কমপ্লেক্স, সেক্টর-৫, বিধাননগর, কলকাতা-১০২, যোগাযোগ ঃ ৯৮৭৪৫৬৬৭০৮
Facebook : sarbabharatiya shilpakala parishad

সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদ

বর্তমানে সারা ভারতের বিভিন্ন জায়গায় থাকা চিত্রশিল্পী, অঙ্কন শিক্ষক, শিক্ষিকার দ্বারা প্রশংসিত। এই প্রতিষ্ঠান শিল্পীর শৈল্পিক স্বপ্নকে জাগিয়ে তুলবে সৃষ্টির প্রেরণার মাধ্যমে।

সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদের শিল্প সমৃদ্ধ পাঠাগার, শিল্পকলা ও অঙ্কন শিল্পীদের অধ্যয়ন এবং গবেষণা ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

কার্ত্তিক চন্দ্র সরকার কর্তৃক এন. পি. এ-৩৫৫, নজরুল পল্লী, ইলেকট্রনিক কমপ্লেক্স, সেক্টর-৫, বিধাননগর, কলকাতা-১০২ হইতে প্রকাশিত ও মুদ্রিত।
যোগাযোগ ঃ ৯৮৭৪৫৬৬৭০৮ (মোঃ ও হোয়াটস্অ্যাপ)। সম্পাদক ঃ কার্ত্তিক চন্দ্র সরকার। E-mail : k.sarkar151071@gmail.com